মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহমদী

সম্পাদক :

এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১৪শ সংখ্যা

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ৩০শে নভেম্বর ১৯৮২ ইং ॥ ১৩ই সফর ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩০শে নভেম্বর ১৯৮২ | ৩৬শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা মায়েদা (৬ষ্ঠ পারা, ৪র্থ ও ৫ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	মৌঃ আবদুল আযীয সাদেক	৩
* অমৃত বাণী : মানুষের বক্ষ আল্লাহ ঘর	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আযীয সাদেক	৫
* কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ভাষণ	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* তাহরীকে জদীদের নব বর্ষ ঘোষণা	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
* পিয়ারে ইসলাম কি পিয়ারি বাতেঁ	এশায়াত বিভাগ বাঃ মঃ খঃ আঃ	১৭
* আনসারুল্লাহর দেশীয় ইজতেমা সম্পন্ন	সেক্রেটারী. ইজাতমা কমিটি	১৮
* বাংলাদেশ খোদ্দামুল আঃমদীয়ার নবগঠিত মজলিসে আমেলা	ন্যাশনাল কায়েদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া	১৯

তালিমী পরীক্ষার ফল

বিগত আগষ্ট (১৯৮২) ইং মাসে অনুষ্ঠিত তালিমী পরীক্ষায় দুইটি জামাতের নিম্নোক্ত অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের নামের পার্শ্বে উদ্ধৃত নম্বর পাইয়া পাশ করিয়াছেন। অন্যান্য জামাত হইতে পরীক্ষার খাতা-পত্র অথবা প্রাপ্ত নম্বর এখনও পাই নাই।

নাটোর জামাত : ১। মোঃ আবদুর রশিদ বেগ (৬০) ২। মোঃ জিল্লুর রহমান (৬০) ৩। মোঃ আবদুর রহমান (৪৬) ৪। জেড. এম, এ. রাজ্জাক (৭৬) ৫। মোঃ ফারুক আহমদ (৪২) ৬। কামরুন নাহার (৭০)

(খ) খুলনা জামাত : ১। আবদুর রাজ্জাক (৬৪) ২। শামসুর রহমান (৫৬) ৩। আবদুল আজীজ (৫৪)।

অন্যান্য সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তালিম সাহেবানকে অত্র দপ্তরের ৮/৮/৮২ তারিখের পত্র নং ৯৪/২৪৩০ (১০০) মোতাবেক তালিমী পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাইতেছি।

—মোঃ খলিলুর রহমান
সেক্রেটারী তালিম. বাংলাদেশ আঃ আঃ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ১৪শ সংখ্যা

১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর ১৯৮২ ইং : ৩০ই নবুওত ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা মায়েদা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২১ আয়াত ১৬ রুকু আছে]

ষষ্ঠ পারা **৪র্থ রুকু**

২১। এবং (স্মরণ কর) যখন মুসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নে'মতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে এমন কিছু দিয়াছিলেন যাহা তিনি দুনিয়ার অন্য জাতিগুলির মধ্যে কাহাকেও দেন নাই।

২২। হে আমার জাতি! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না, কারণ (এইরূপ করিলে) তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

২৩। তাহারা বলিল, হে মুসা! নিশ্চয় তথায় এক দুর্ধর্ষ জাতি (বসিয়া) আছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া যাইবে, আমরা তথায় কখনও প্রবেশ করিব না। অতএব যদি তাহারা সেখান হইতে চলিয়া যায় তবে অবশ্য আমরা তথায় প্রবেশ করিব।

২৪। (তখন) যাহারা (আল্লাহ্কে) ভয় করিত তাহাদের মধ্যে দুইজন—যাহাদিগকে আল্লাহ্ নে'মত দিয়াছিলেন—বলিল, তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া এই দ্বার দিয়া প্রবেশ কর ; যখন তোমরা ইহাতে প্রবেশ করিবে, তখন তোমরা অবশ্য বিজয়ী হইবে এবং যদি তোমরা মোমেন হও তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।

২৫। তাহারা বলিল, হে মুসা, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সেখানে অবস্থান করিবে ততক্ষন পর্যন্ত আমরা কখনও তথায় প্রবেশ করিব না, সুতরাং তুমি ও তোমার রব্ব উভয়ই যাও এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। যাহাই ঘটুক, আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব।

২৬। সে বলিল, হে আমার রব্ব। আমি আমার নিজের ও আমার ভ্রাতার উপর ব্যতীত আর কাহারও উপর অধিকার রাখি না, সুতরাং তুমি আমাদের ও বিদ্রোহী লোকদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দাও।

২৭। তিনি বলিলেন, (যদি তোমার অভিপ্রায় এইরূপই) তাহা হইলে তাহাদের উপর এই

দেশকে চল্লিশ বৎসরের জন্য হারাম করা হইল, তাহারা দিশাহারা হইয়া যমীনে ঘুরিয়া বেড়াইবে। সুতরাং তুমি বিদ্রোহী লোকদের জন্য দুঃখ করিও না।

৫ম রুকু

২৮। (হে মোহাম্মদ!) তাহাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা কর, যখন উভয় এক একটি কোরবানী দিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে একজনের (কোরবানী) কবুল করা হইয়াছিল এবং অন্যজনের কবুল করা হয় নাই. ইহাতে সে (যাহার কোরবানী কবুল করা হয় নাই তাহার ভ্রাতাকে) বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করিব। সে বলিল, আল্লাহ্ কেবল মুত্তাকিগণের (কোরবানী) কবুল করিয়া থাকেন।

২৯। যদিও তুমি আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার হাত তোমার দিকে কিছুতেই বাড়াইব না, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি যিনি সকল জগতের রব্ব।

৩০। আমি নিশ্চয় চাই যে, তুমি আমার পাপ ও তোমার নিজের পাপ চিরকালের জন্য বহণ কর, এবং তুমি আগুনের অধিবাসী হও এবং ইহাই যালেমগণের (কর্মের) প্রতিফল।

৩১। অতঃপর তাহার (দুষ্ট) চিত্ত তাহার ভ্রাতাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত করিল এবং সে তাহাকে হত্যা করিল, (ফলে) সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৩২। অতঃপর আল্লাহ্ এক দাঁড়কাক প্রেরণ করিলেন, যে মাটি খুঁড়িতে লাগিল যাহাতে সে তাহাকে দেখায় যে কি ভাবে তাহার ভ্রাতার লাশকে ঢাকিয়া দিবে। সে বলিল, পরিতাপ আমার জন্য। আমি কি এই দাঁড়কাকের মতও হইতে পারি নাই যে, আমি আমার ভ্রাতার লাশ (মাটি দিয়া) ঢাকিয়া দিই? অতঃপর সে অনুতাপকারীদের অন্তর্গত হইল।

৩৩। এই কারণে আমরা বনি ইসরাইলের জন্য ইহা ফরয করিয়াছিলাম (যেন তাহারা লক্ষ্য রাখে,) যে, কেহ কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির (হত্যার) বিনিময় ব্যতিরেকে অথবা যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করিল সে যেন সকল লোককে হত্যা করিল; এবং যে কেহ উহাকে যিন্দা করিল সে যেন সকল লোককে যিন্দা করিল এবং আমাদের রসুলগণ নিশ্চয় তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ আসিয়াছিল কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে অনেক লোক যমীনে সীমালঙ্ঘন করিতেছে।

৩৪। যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের সহিত যুদ্ধ করে এবং যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টায় দৌড়িয়া বেড়ায় তাহাদের কর্মের প্রতিফল ইহাই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বা ক্রুশ বিদ্ধ করিয়া মারা হইবে বা তাহাদের শত্রুতামূলক কাজের জন্য তাহাদের হাত-পা কাটা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। ইহা হইবে তাহাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাহাদের জন্য মহা আযাব আছে।

৩৫। কিন্তু যাহারা তোমাদের কবলে আসার পূর্বে তওবা করিবে তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, বারবার রহমকারী।

{ 'তফসীরে সগীর' হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ }

হাদিস শরীফ

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর ওহী কিরূপে আরম্ভ হইয়াছিল"

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত. তিনি বলিয়াছেন যে সর্বপ্রথম নবী করীম (সঃ) সত্য স্বপ্ন দর্শন করিতে আরম্ভ করেন ; যে স্বপ্ন তিনি দর্শন করিতেন উহার প্রত্যেকটি প্রভাতের ন্যায় উজ্জল এবং সঠিক প্রতিফলিত হইত। আঁ-হুজুর নির্জনতা ভালবাসিতেন, তাই তিনি প্রায়ই হিরা গুহায় নিভৃতে চলিয়া যাইতেন এবং পরিবারের নিকট না আসিয়া বহু ইবাদত বন্দেগী করিতেন, এই সঙ্গে তিনি সফরের খাবার লইয়া যাইতেন, শেষ হইয়া গেলে পুনরায় খাদিজার (রাঃ) নিকট চলিয়া আসিতেন এবং পূর্বের ন্যায় খাবার লইয়া যাইতেন এমনকি একদিন হক তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িল তখন তিনি হিরা গুহায়ই ছিলেন। অতএব তাঁহার নিকট ফিরিশতা আসিল এবং বলিল, পড় ; আঁ-হুজুর বলিয়াছেন, আমি উত্তর দিলাম, আমি পড়িতে পারি না. তখন সে আমাকে ধরিয়া খুব চাপা দিল এবং আমার উপর পূর্ণ জোরলাগাইল। অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং বলিল, পড় ; আমি উত্তর দিলাম আমি পড়িতে পারি না। তখন সে আমাকে দ্বিতীয় বার ধরিয়া খুব চাপা দিল এবং শেষ জোর লাগাইল। অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং বলিল, পড়, ; আমি উত্তর দিলাম আমি পড়িতে পারি না। তখন সে আমাকে তৃতীয়বার ধরিয়া চাপা দিল এবং বলিল, তুমি তোমার রব্বের নাম লইয়া পড যিনি ইনসানকে রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি পড়, কেননা তোমার রব্ব পরম মর্যাদাশালী।" অতঃপর নবী করীম (সাঃ) এই অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন ; তখন তাহার অন্তর কাঁপিতেছিল। আঁ-হযরত খাদিজা বিন্‌তে খোওয়ায়লেদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, আমার উপর কম্বল উড়াইয়া দাও, আমার উপর কম্বল উড়াইয়া দাও। তখন তাহারা তাঁহার উপর কম্বল উড়াইয়া দিল। যখন ভয়-ভীতি দূর হইয়াগেল তখন আঁ-হুজুর খাদিজা (রাঃ এর সঙ্গে আলাপ করিলেন এবং সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, আমি আমার সম্বন্ধে ভয় করিতেছি (যে এই মহান দায়িত্ব পালনে সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারিব কি, না) ইহাতে হযরত খাদিজা (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম ! এইরূপ কখনও হইবে না. খোদা কখনও আপনাকে লাঞ্ছিত করিবেন না, কারণ আপনি আত্মীয়তাকে সংযোজিত করেন. নিঃস্বলোকের বোঝা বহণ করেন, বিলুপ্ত গুণাবলীসু প্রতিষ্ঠিত করেন. মেহমানদের মেহ্‌মান নোয়াযী করেন এবং ঘটনাক্রমে বিপদাবলীতে (লোকের) সাহায্য করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফল বিন আসাদ বিন আবদুল উয্‌যার নিকট আঁ-হযরত (সাঃ)-কে লইয়া গেলেন, যিনি অন্ধযুগে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন এবং ইব্রানী ভাষা লিখিতে পড়িতে জানিতেন, আল্লাহ্‌র দেওয়া তৌফিক অনুযায়ী ইব্রানী ভাষায়

ইঞ্জিল লিখিতেন, অনেক বৃদ্ধ এবং অন্ধ হইয়াগিয়াছিলেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে চাচারপুত্র! আপনি আপনার ভাই-পুত্রের কথা শুনোন। তখন ওরাকা বলিল, হে আমার ভাই-পুত্র! তুমি কি দেখিয়াছ? রসুলুল্লাহ (সাঃ) যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন সবকিছু তাঁহাকে জানাইলেন। ওরাকা তাঁহাকে বলিলেন, ইহা ঐ পবিত্র ফিরিশতা যাহাকে আল্লাহ্ মুসার উপর নাযেল করিয়াছিলেন। আফসোস আমি যদি তখন যুবক হইতাম, আফসোস! আমি যদি তখন পর্যন্ত জীবিত থাকিতাম যখন তোমাকে তোমার জাতি বাহির করিয়া দিবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, কি তাহারা আমাকে বাহির করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ হাঁ. তুমি যাহা প্রদত্ত হইয়াছ উহা যখনই কোন ব্যক্তি প্রদত্ত হইয়াছে তখনই লোক তাহার শত্রু হইয়াছে। যদি আমি তোমার সেই শুভদিন দেখিতে পারিতাম তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমার পূর্ণরূপে সাহায্য করিতাম। ইহার পর ওরাকা দীর্ঘ সময় পান নাই বরং শীঘ্রই মারা যান এবং ওহী কিছু দিনের জন্য স্থগিত হইয়া যায়। (বোখারী)

অনুবাদ: **মোঃ আবদুল আযিয সাদেক**

অমৃত বাণী

(৫-এর পাতার পর)

এই পথ আমার নিজের বানানো নহে বরং আল্লাহ্ আমাকে আদিষ্ট করিয়াছেন যেন আমি ইহা ব্যক্ত করি। সেই পথ কি? আমার অনুসর কর, আমার পিছনে ধাবিত হও। এই আওয়াজ কোন নূতন আওয়াজ নহে। মক্কাকে প্রতিমা হইতে পবিত্র করার জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামও উচ্চারণ করিয়াছিলেন قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله (যে যদি তোমরা আল্লাহ্র মহব্বত লাভ করিতে চাহ তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে মহব্বত করিবেন।) ঠিক এইরূপই তোমরা আমার অনুসরণ করিলে নিজেনের প্রতিমাগুলিকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। এবং এইভাবে বক্ষকে, যাহা নানা প্রতিমা দ্বারা পরিপূর্ণ, পরিস্কার করিতে সক্ষম হইবে। আত্মশুদ্ধির জন্য চিল্লাকশির প্রয়োজন নাই। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহ আলায়হিম চিল্লাকশি করেন নাই। আররাহ, লা-ইল্লা ইত্যাদির কোন বির্দ করা হয় নাই বরং তাহাদের নিকট অন্যই একটি বস্তুছিল, তাহারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে নিমগ্ন ছিলেন। যে নূর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল উহা আনুগত্যের নলের মাধ্যমে সাহাবাদের অন্তরের উপর নিপতিত হইত এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সকল খেয়াল ধারনাকে চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া দিত। আঁধারের পরিবর্তে তাহাদের বক্ষ নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইত। এই সময়ও মনে রাখিও সেই অবস্থাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই নূর যাহা খোদার নলের মাধ্যমে আসিয়া থাকে তোমাদের অন্তরের উপর নিপতিত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মশুদ্ধি হইতে পারে না।

(মলফুজাত ১ম খণ্ড ১৮৭ পৃঃ)

অনুবাদ—মোঃ **আবদুল আযিয সাদেক**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

মানুষের বক্ষ আল্লাহর ঘর এবং হাজরে আস্‌ওদ

ইহা সরল অন্তকরণে স্মরণ রাখিও যে যেরূপভাবে আল্লাহ্‌র ঘরে একটি হাজরে আস্‌ওদ আছে তদ্রূপই মানুষের বক্ষে কল্‌ব (অন্তর) আছে। আল্লাহর ঘরের উপরও এক যুগ আসিয়াছিল যখন কাফেরগণ উহাতে মূর্তি রাখিয়াদিয়াছিল। বয়তুল্লাহর উপর এইরূপ সময় না আসাও সম্ভব ছিল কিন্তু আল্লাহ ইহাকে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাখিতে চাহিয়াছেন মানুষের অন্তরও হাজরে আসওদের ন্যায়। এবং তাহার বক্ষ বয়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) সদৃশ। আল্লাহ ভিন্ন অন্য বস্তুর চিন্তা ও ধারনা সমূহ হইতেছে ঐ সকল মূর্তি যাহা ঐ কা'বাতে রাখা হইয়াছে। মক্কা মুয়ায্‌যমার মূর্তিগুলি উৎপাটিত করা হইয়াছিল ঐ সময় যখন আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দশ হাজার পবিত্রাত্মার জমাআতসহ তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মক্কা বিজিত হইয়াছিল। এই দশ হাজার সাহাবাকে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে মালাইকা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ফিরিশতাদের ন্যায়ই তাহাদের শা'ন ও মর্যাদা ছিল। মানবীয় শক্তি সমূহও এক হিসাবে মালাইকারই মর্যাদা রাখে। কারণ মালাইকার শা'ন ও মর্যাদা হইল এই যে يفعلون ما يؤمرون (তাহাদিগকে যাহা বলা হয় তাহাই তাহারা পালন করে)। তদ্রূপ ভাবে মানবীয় শক্তি সমূহেরও এইরূপ বৈশিষ্ট আছে যে তাহাদিগকে যাহা আদেশ দেওয়া হয় তাহা তাহারা পালন করে। ঠিক এইরূপই সকল মানবীয় শক্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের আদেশের অধীন। সুতরাং আল্লাহ ভিন্ন সকল বস্তুর মূর্তি সমূহকে ও পরাস্ত উৎপাটিত করার জন্য উহাদের উপর চড়াও করা অপরিহার্য বিষয়। এই লশকর আত্মশুদ্ধির দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাকেই জয় দান করা হয় যে আত্মশুদ্ধি করে। কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন قد افلح من زكيها (সেই সফল হইল যে আত্মশুদ্ধি করে) হাদীস শরীফে আসিয়াছে, অন্তরের সংশোধন হইলে সমস্ত দেহের সংশোধন হইয়া যায়। ইহা কত সত্য কথা চোখ, কান, হাত, পা, জিহ্বা ইত্যাদি যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে সকলই অন্তরের আদেশে উপর আমল করে। একটি খেয়াল সৃষ্টি হয় অতঃপর উহা যে অঙ্গ সম্বন্ধীয় হয় তৎক্ষণাৎ উহা আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়।

মোট কথা, এই ঘরকে প্রতিমা সমূহ হইতে পবিত্র ও পরিস্কার করার জন্য জিহাদের প্রয়োজন আছে। এই জিহাদের পথ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি এবং নিশ্চয়তা দিতেছি, উহার উপর আমল করিলে নিশ্চয় সেই প্রতিমাগুলিকে তোমরা ভাঙ্গিতে সক্ষম হইবে।

(৪-এর পাতায় দেখুন)

কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায়

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত

উদ্বোধনী ভাষণ

যে ধর্ম্ম এশ্‌ক ও মহব্বত শূণ্য, উহা বেঁচে থাকার হক রাখে না।

মহব্বতের দ্বারা আমাদের জগতজোড়া মানব-হৃদয় জয় করতে হবে। ইহা এরূপ এক অস্ত্র, যা কখনও বিফল মনোরথ হয় না।

আহমদী যুবকদের স্মরণ রাখতে হবে যে তারা কাউকে কষ্ট দিবে না এবং কখনও কারও মনে দুঃখ দিবে না।

আপনারা জেন্দা হলেই ইসলামও জেন্দা হবে।

রাবওয়া, ১৫ই ইখা (অক্টোবর)—কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বীনি ঐতিহ্যবাহী ২৮তম সালানা ইজতেমা ১৫ই ইখা (অক্টোবর) রোজ শুক্রবার তৃপহরে তাস্‌বীহ্ ও তাহ্‌মীদ এবং যিকরে-ইলাহীর মর্মস্পর্শী পরিবেশে আরম্ভ হয়।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) স্বীয় বাবরকত খেলাফত কালের প্রথম খোদ্দাম-ইজতেমা উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে তিনটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে ইজতেমার ময়দানে (ঘোড়-দৌড় গ্রাউণ্ড) আগমন করেন। প্যাণ্ডেলের বাহিরে সদর মোহতারম জনাব মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেব এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে-আমেলার সদস্যরা হুজুর (আইঃ)-কে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতেই হুজুরের সম্মানার্থে সকল খোদ্দাম দাঁড়িয়ে পড়েন এবং গগণবিদারী না'রা সমূহের মধ্যদিয়ে হুজুরকে খোশ-আমদেদ জানান।

উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম কুরআন করীম তেলাওতের মাধ্যমে শুরু হয়। তারপর হুজুর সকল খোদ্দামকে দিয়ে তাদের আহ্‌দ (অঙ্গীকার) পুনরাবৃত্তি করান। এর পর জনাব গোলাম সরওয়ার সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর গভীর তত্বপূর্ণ কাব্য কালাম থেকে—

'বাহার আই হ্যায় ইস্ ওয়াক্তে-খাযাঁ ম্যাঁ। লাগে হ্যাঁ ফুল মেরে বোস্‌তাঁ ম্যাঁ॥

সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে শোনান।

সোয়া চার ঘটিকায় হুজুর (আইঃ) ভাষণ দানের জন্য যখন মঞ্চে আরোহণ করেন তখন সমগ্র পরিমণ্ডল উচ্ছ্বসিত না'রা সমূহে পুনরায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে। হুজুর (আইঃ) তাশাহুদ, তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন যে, সম্প্রতি আল্লাহ্-তায়ালা আমাকে স্পেন মসজিদের ঐতিহাসিক উদ্বোধনের তওফিক দান করেছেন এবং (ইউরোপের অন্যান্য দেশ সফর কালে) প্রতিটি স্থানে তাঁর ফজলের বিচিত্র রং বৃষ্টিকণার ন্যায় উদভাসিত হতে দেখিয়েছেন। উহা দেখে দেল্ আল্লাহ্তায়ালার হাম্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়, এবং যখন দেল্ হাম্দে ভরে যায়, তখন উহা আপ্লুত ও প্লাবিত হয়ে উঠে।

হুজুর বলেন, এই ভাবাবেশের মধ্যে আজ এখনই যে নযম পাঠ করা হলো তা শোনে আমার দেলে এক অবর্ণনীয় অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হাম্দ এবং বিনয়ের কিরূপ মনোরম ও সুগম পথ খোলে দিয়েছেন! এটাই ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের রাজপথ, যা পরিক্রম করে বিজয় সমূহ হাসিল হবে, এবং সে পথে পরিচালিত হয়েই খোদাতায়ালাকে পাওয়া যায়। হুজুর বলেন, হযরতে-আকদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর কবিতাগুলিতে এতই আকর্ষণী শক্তি রয়েছে যে, কোন সহি ফিৎরৎ সম্পন্ন (প্রকৃতিস্থ) মানুষ এই কালাম শ্রবনে হক্ কবুল না করে থাকতে পারে না। যে সকল আহমদী যুবক বলে যে, 'দলিল-প্রমাণ মুখস্থ নাই, তবলীগ কেমন করে করবো?' তাদের এর চেয়ে বেশী আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নাই যে, তারা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর (কাব্য) কালাম মুখস্ত করে নিক, আর দরবেশদের ন্যায় উহা শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে গেয়ে ফেরুক।

হুজুর (আইঃ) ভাষণ অব্যহত রেখে আরও বলেন, ইসলামের প্রাণবস্তু হলো প্রীতি ও ভালবাসা এবং দ্বীনের মৌল সারবস্তু হলো এশ্ক ও মহব্বত। যে দ্বীন এশ্ক ও মহব্বত শুন্য, উহা জীবিত থাকার কোন হক্ রাখে না। বিশ্বের সকল ধর্মের দার্শনিক তত্ব এই যে, মহব্বত জগতের প্রতিটি জিনিসের উপর জয় লাভ করে এবং এই মহব্বত যখন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সে খোদার দর্পন বিশেষ হয়ে পড়ে। দুনিয়াজোড়া মানবহৃদয় এ হাতিয়ারের দ্বারাই জয় করা যেতে পারে। হুজুর বলেন, যখন আমি সাম্প্রতিক সফর কালে স্পেনে গেলাম, সেখানকার লোকের মনে বহু প্রকারের জল্পনা-কল্পনা লক্ষ্য করলাম। তাঁরা ভাবছিলেন যে, আমরা হয়তো পুনরায় কোন শক্তির জোরে বা হুশিয়ারির দ্বারা এ দেশ জয় করার সংকল্প নিয়ে এসেছি। সেইজন্য আমার বাণীতে আমি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে বলে এসেছি যে মহব্বত ছাড়া আমাদের আর কোন পয়গাম বা বাণী নেই। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনি পরিস্কার ভাবে বলুন যে, আপনাদের আসার মুখ্য উদ্দেশ্য কি? আমি তাদের এ উত্তরই দিয়েছি যে তলোয়ার যে দেশটিকে মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল সেটা মহব্বতের দ্বারা পুনরায় জয় করবো।

হুজুর বলেন, যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, মহব্বতই চিরকাল জয়লাভ করে এসেছে এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ চিরকাল পরাস্ত হয়েছে। এ মৌলনীতিটিকে দুনিয়ার কোন শক্তি বদলাতে

পারে না। এ কথাটি খোদ্দামের স্মরণ রাখা উচিত; আহমদীয়তের খোদ্দামের আহমদীয়তের আশিক ও প্রেমিকবৃন্দে পরিণত হওয়া উচিত।

হুজুর তাঁর খেলাফতকালের প্রথম ইউরোপ সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, ব্রেডফোর্ডে একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি বললেন যে, আপনি সমগ্র জগদবাসীকে মহব্বতের পয়গাম দেন। যারা আপনাদের উপর কঠোর জুলুম অত্যাচার করেছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনাদের পয়গাম কি? হুজুর বলেন, আমি তাকে উত্তর দিলাম যে, ঐ সকল লোকের জন্যও আমাদের হৃদয়ে মহব্বত ও ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন মনোবৃত্তি নাই। ইহা সবিস্তারে যখন আমি বর্ণনা করলাম. তখন সংকোচ ও সন্দেহ-সংশয়ের ঘনঘটা অপসারিত হয়ে যায় এবং উক্ত সাংবাদিক পুরাপুরি সংশয়মুক্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে প্রশ্নাবলী জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলেন। মহফিলের রঙ বদলে গেল। সেই সাংবাদিকের চোখ-মুখে থেকে মহব্বতের আভা ও চিহ্নাবলী প্রতিভাত হতে লাগলো।

হুজুর বলেন, মহব্বতের বিজয় লাভ অবশ্যম্ভাবী। আমরা যে ঘৃণা-বিদ্বেষের ঝড়-তুফানে ঘেরা, দুর্বল এবং এমনই অবস্থায় পতিত যে, যে পদক্ষেপই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তা বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণ হয়ে যায়; যে কোন নেকীর কাজ করি না কেন, উহা ফেৎনা-ফাসাদ হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং ইসলামের যে খেদমতই আমরা করি না কেন, উহা হিংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়। এই যাবতীয় অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতিকার ও চিকিৎসাও হলো মহব্বত! যত বারই আমি বর্ণনা করি না কেন তবুও ইহা কম—দুনিয়াতে মহব্বত ও ভালবাসা চিরকালই ঘৃণা ও বিদ্বেষের উপর বিজয় লাভ করেছে।

হুজুর স্পেন মসজিদের তামির ও উহার উদ্বোধনে কিছু সংখ্যক লোকের মনে ক্রোধ ও ঘৃণা উদ্রেকের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, অদ্ভুত ব্যাপার যে. নেক কাজের বিনিময়ে ঘৃণার উদ্রেক কি করে হয়?! নেক কাজের প্রতি ঘৃণা করা মানবীয় বুদ্ধি-বিবেকের পরিপন্থি চরিত্রের অভিব্যক্তি বই আর কিছুই নয়। আশঙ্কা আছে যে, আমাদের জামাতের কোন কোন যুবক কোন সময় কটু কথা ও মর্মযাতনার জবাবে ধৈর্যচ্যুত হয়ে কোন কটুক্তি করে বসে। তাই আমি সে সকল যুবকদেরকে বিশেষভাবে বলছি যে, কখনও কারও মনে কোন প্রকার কষ্ট দিতে পারবে না। ইহা আমাদের বয়েতের অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত যে কারও মনে দুঃখ দিবে না। খোদ্দামের উচিত বিনয়ের পরিচয় দেওয়া। সত্যবাদী হয়ে বিনয়াবনত হওয়া উচিত, এবং ক্ষমা চাওয়া উচিত যে, আমাদের উদ্দেশ্য কারও মনে পীড়া দেওয়া নয়। আমাদের দেশের পরিমণ্ডল ও পরিস্থিতির অবনতি ঘটা ও খারাপ হওয়া উচিত নয়।

হুজুর বলেন, দেশবাসী আমাদের সহিত কি ব্যবহার করে চলেছে—তা উপেক্ষা করে দেশ-প্রেমে আমরা সবার চেয়ে অগ্রগামী। আমরা সর্বাবস্থায় দেশের (স্বার্থের) খাতিরে কুরবানী দিতে থাকবো। সেজন্য কোন প্রকারেও কোন আহমদীর পক্ষে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয়; যার ফলে দেশের পরিমণ্ডল ও পরিস্থিতি কোনরূপ প্রভাবিত হয়।

হুজুর বলেন, তারা তীর চালায়, তাদের তা চালাতে দাও। সে সকল তীর আমাদের দিকে নয়, বরং আমাদের রব্বের দিকে ছোঁড়া হচ্ছে। এ সব তীরের মোকাবিলায় তিনি নিজেই নিগাবান হবেন। ইহার জন্য আমাদের কোন পরোয়া নাই। আমাদের ফয়সালা আসমানী দরবারে উপস্থাপিত। আমরা আমাদের ফয়সালা আল্লাহতায়ালার উপরে ছেড়েছি যেন তিনি নিজে ফয়সালা করেন যে, কে হক্ এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের উপর দিয়ে কি ঘটে বা ঘটবে ইহার কোন পরওয়া আমরা করি না. আমরা আমাদের রব্বের হাওয়ালায় রয়েছি। আমাদের রব্ব যিনি 'নে'মাল-মৌলা ওয়া নে'মান-নাসীর'— তাঁর চেয়ে উত্তম না কোন আসতানা আছে, আর না তিনি অপেক্ষা উত্তম কোন অভিভাবক ও তত্বাবধায়ক আছে, আর না কোন নির্ভর-স্থল। আল্লাহ্‌তায়ালার হাতে নিজেদের লাগাম ধরিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিলিপ্ত হয়ে যান।

হুজুর বলেন, ইহাই আহমদীয়তের পয়গাম, ইহা কখনও বিস্মৃত হবেন না। একটি মুহূর্তের জন্যও ভাববেন না যে, আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। কল্যাণের দোওয়া ছাড়া নিজেদের জাতির জন্য কোন কথাই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন না। অন্যেরা যত ইচ্ছা সীমা লঙ্ঘন করুক, তা তাদের করতে দিন। আমরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল কখনও পরিত্যাগ করতে পারি না।

হুজুর বলেন, এই আঁচল আমাদেরকে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর তায়েফ সফরের কথা স্মরণ করায়। যখন তাঁর পয়গাম শোনে মানুষেরা তাঁর প্রতি পাথর ছুঁরে। হুজুর (আইঃ) রুদ্ধ কণ্ঠে ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন যে, রক্ত প্রবাহের কারণে পাদুকাদ্বয় ভিজে গিয়েছিল এবং চলাও দুস্কর হয়ে পড়েছিল কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে অতীব গাম্ভির্যের সহিত এগিয়ে যেতে থাকেন। পরিশেষে একটি মরুদ্যানে খানিকটা বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে থেমে যান। ফেরেস্তা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে বললো যে, আপনি যদি বলেন, তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা এই কওমকে আযাব দিয়ে দিবেন।' তিনি (সাঃ) ভীষণভাবে জখমী ও ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্বেও অস্বীকার করলেন, বরং সেই জাতির হেদায়েতের জন্য দোওয়া করলেন। এবং পরিশেষে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর অন্তর থেকে নিঃসৃত দোওয়ার প্রতিফলন ঘটলো এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তায়েফের গোটা বসতি মুসলমান হয়ে গেল। এবং মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর রক্তপাতকারীরা ইসলামের খাতিরে বিরাট কুরবানী পেশ করলেন। হুজুর বলেন, এই হলেন আমাদের 'আকা' ও প্রভু ; তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আমাদের চলতে হবে। আমরা আমাদের নেতা ও প্রভু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাতিরে সব কিছুই বরদাশ্‌ত করবো। আমরা এ সকল লোকের কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই চাই না। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

اے دل تو نیز خاطر ایناں نگاہ دار
کاخر کنند دعوی حب پیمبرم

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে দেওয়া দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা যখন চরম সীমায় উপনীত

হয়—মনে হয়—সেই সময় কোন একটি পরম দুঃখভারাক্রান্ত মুহূর্তে তিনি এই কবিতা রচনা করেছেন যে, 'তাদের সব জুলুম-অত্যাচার একদিকে ; কিন্তু তুমি এদিকে লক্ষ্য কর যে, যে প্রভুর মহব্বত ও ভালবাসায় তুমি বিভোর, যার খাতিরে তুমি সর্বস্ব কোরবান করে রেখেছো, সেই প্রভুর মহব্বত ও ভালবাসার খাতিরে—হে দেল্ ! তুমি সৎ ব্যবহার কর এবং রহমত ও করুণা ব্যতীত আর কোন জযবা তোমার মনে যেন স্থান লাভ না করে।'

হুজুর বলেন, প্রেমিক হওয়ার দুই শ্রেণীর দাবীদারদের মধ্যে একটি হলো তারা—যারা নিজ ধারনা মতে এতই বেড়ে গিয়েছে যে তারা চায় আর কেউ যেন মোহাম্মাদের (সাঃ) নাম না নেয়, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে কেউ যেন জগৎ ব্যাপী মসজিদ না বানায়, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতা ও গৌরব প্রচার ও ঘোষণার্থে কোন ব্যক্তি দেওয়ানার ন্যায় জগৎ ব্যাপী যেন ঘুরে না বেড়ায়। হুজুর বলেন যে, মহব্বতের এসব অদ্ভুত দাবী !! এ ধরনের মহব্বত আমরা তো বুঝে উঠতে পারি না। কারও প্রতি যদি মহব্বত থাকে, তাহলে পরম দুশমন ব্যক্তিও তার প্রশংসা করলে তার প্রতি দেল্ কোরবান হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যদি কোন মায়ের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হতে চায়, তাহলে তার বাচ্চার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে, কেননা সে জানে যে, মা যেহেতু বাচ্চাকে সত্যিকার ভাবে ভালবাসে, সেজন্য তার মন গলে যাবে। সত্যিকার মহব্বতকারী ব্যক্তি তার প্রিয়ের প্রতি অন্য কারও প্রীতি প্রদর্শনে (হিংসায়) জ্বলে উঠে না। আমরা তো শুধু এ প্রকারের মহব্বত সম্বন্ধেই পরিচিত।

তারা আমাদের এজন্য ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয় যে, আমরা কেন খোদার খাতিরে মসজিদ তামির করে চলেছি। তাদের এই গোঁসা আমরা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখি এবং মনে করি, এ সব লোক হলো অবুঝ, অবোধ এবং মনে মনে তারা ভাবছে যে এ সবকিছু তারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাতিরে করছে। আমরা তো তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করেই দোওয়া করবো।

হুজুর বলেন, কিন্তু এই মহব্বতের দাবী ও চাহিদাকে পুরণ করা শুধু ভাবাবেগের খেলা নয় ; আমাদেরকে হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল থেকে দুনিয়ার কোন শক্তি সরাতে পারে না। এই মোকাম ও অবস্থানে আমরা কায়েম রয়েছি। কিন্তু আর একটি মোকাম আছে। আর তা হলো সর্বপ্রকার কুরবানী ও আত্মত্যাগের মোকামে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কায়েম থাকা। এটা বড়ই কঠিন মোকাম। এটাতেও আমরা বড় শানের সহিত দণ্ডায়মান আছি। কিন্তু এখন এতে কিছুটা ভাটা পড়েছে, কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, যেগুলোর দিকে বা যেগুলোর প্রেক্ষিতে করণীয় বিষয়াবলীর দিকে পরবর্তীতে আমি আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। আপাততঃ আমি আপনাদেরকে মহব্বতের 'আমলী তাকাযা' ও তাগিদ গুলির জন্য প্রস্তুত করছি। এসব তাগিদ ও চাহিদা নামাযের দিকে আহ্বান জানায়, এবাদতের হক্ আদায় করার নির্দেশ দেয়, তবলীগ এরূপভাবেই করাতে চায় যে, নিজের সব কিছুই অহোরাত্র মানবকে দ্বিনের দিকে আহ্বানের পথে যেন বিলিয়ে দিই, গোটা জীবন কোরবান

সমগ্র চাহিদাবলী আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। ইহা ভাবাবেগের খেলা নয়, বরং কুরবানী ও আত্মত্যাগ সম্বলিত গোটা জীবনের দাবী।

হুজুর বলেন, আমি এখন আপনাদেরকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে তুলতে চাই। আহমদী যুবকরা মন থেকে এ ভুল বোঝাবুঝি বের করে দিন যে, সাময়িক জোশ-উত্তেজনা বা না'রা সমূহের দ্বারা কাজ হয়ে যাবে। বরং চিরস্থায়ী এবং সচেতন কুরবানী ও আত্মত্যাগের কর্মসূচীর মাধ্যমেই মানবজীবনে বিপ্লব আনয়নের প্রয়োজন। এতদব্যতিরেকে আপনারা জগতে বিপ্লব ঘটাতে পারেন না।

হুজুর বলেন, আমার জন্য দোওয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমার দুর্বল ও নাজুক স্কন্ধে যে গুরুদায়িত্বভার ন্যাস্ত করেছেন তা যেন পুরাপুরি ও যথাযথ ভাবে বহণ করতে পারি; আপনাদের হক্ আদায় করতে পারি; আপনাদের জন্য দোওয়া করতে পারি, আপনাদেরকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারি এবং আপনাদের সঞ্জীবিত করতে নিজের জান কোরবান করতে পারি। কেননা আপনারা জিন্দা হলেই ইসলামও জেন্দা হবে।

এই তেজদীপ্ত মর্মস্পর্শী ভাষণ দানের পর হুজুর আসন গ্রহণ করে দোওয়া করান। তারপর হুজুর প্রত্যাগমন করেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে ৫৯৫টি মজলিস থেকে উপস্থিতি সংখ্যা ছিল (দর্শকবৃন্দ সহ) সাত হাজারের উর্ধে। ৩০ জন আতফাল এবং ৫৭০ জন খোদ্দাম বাইসাইকেল যোগে ইজতেমায় দুরদুরান্তে থেকে যোগদান করেন। (সাপ্তাহিক 'বদর' ৪ঠা নভেম্বর ১৯৮২ইং)

অনুবাদ—**মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

শুভ বিবাহ

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে গত ১২ই নভেম্বর শুক্রবার দিন জুময়ার নামাজের পর চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব বদরুদ্দীন সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব মাহমুদুল হাছানের (ফুলু মিয়া) সহিত কুমিল্লা নিবাসী জনাব ডাঃ আবদুল আজিজ সাহেবের একমাত্র কন্যা মোসাম্মাৎ নাজমা আখতারের শুভ বিবাহ দশ হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বর্তমানে জনাব ডাঃ আবদুল আজিজ সাহেব চট্টগ্রাম আঞ্জুমানের জুবিলী ফাণ্ডের সেক্রেটারী ও জনাব মাহমুদুল হাছান সাহেব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত আছেন। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর সাহেবের পক্ষ হইতে এই বিবাহ পড়ান চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহাম্মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব।

বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন আল্লাহ্‌তায়ালা যেন এই সম্পর্ককে সকল দিক দিয়ে বরকতময় করেন এবং তিনি যেন সর্বক্ষন তাহাদের হাফেজ ও নাসের থাকেন। (আমীন)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

তাহ্‌রিকে-জদীদের নববর্ষ ঘোষিত

5 Novem 82

তাহরীকে-জদীদের তৃতীয় দপ্তরের দায়িত্ব ভবিষ্যতে লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র উপর ন্যাস্ত থাকবে।

তাহরীকে-জদীদের 'ওকালাতে-মাল সানী' বহির্দেশে এই চাঁদা নিয়মিত আদায়ের জন্য জিম্মাদার হবে।

প্রথম ও দ্বিতীর দপ্তরের পরলোকগত ব্যক্তিদের চাঁদা তাঁদের ওয়ারিশরা সদা আদায়ের মাধ্যমে নিজেদের বুজুর্গদেরকে চিরকালের জন্য জেন্দা তথা অমর করে রাখতে পারেন।

রাবওয়া, ১৫ই নবুওত/নভেম্বর—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) আজ এখানে মসজিদে-আকসায় জুময়ার খোৎবা দিতে গিয়ে তাহ্‌রীকে-জদীদের নব-বর্ষ ঘোষণা করেন। হুজুর তাঁর খোৎবাতে তাহ্‌রীকে-জদীদের দপ্তরে-সওম (তৃতীয়)-এর দায়িত্ব লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র উপরে ন্যাস্ত করেন। এবং তাদেরকে ইহার চাঁদা ও চাঁদাদাতাদের কমি দূর করার জন্য এরশাদ করেন। তেমনিভাবে হুজুর বলেন, বহির্দেশে তাহ্‌রীকে-জদীদের চাঁদার দিকে দৃষ্টি খুব কম, সেজন্য 'ওকালাতে-মাল সানী' জিম্মাদার হবে. উহা যেন পাকিস্তানের বাহিরের দেশ গুলিতে তাহ্‌রীকে-জদীদের চাঁদার ব্যাপারে যথাযথ রূপে তাহ্‌রীক করে যাতে এ সকল দেশের লোক যে কুরবানীতে অংশগ্রহণে বঞ্চিত হয়ে চলে আসছেন, তারা যেন তাতে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। হুজুর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এটাও বর্ণনা করেন যে, তাহ্‌রীকে-জদীদের দপ্তরে-আওয়াল ও দওম-এর যে সকল মুজাহিদ পরলোকগমন করেছেন তাঁদের ওয়ারিশরা যদি তাঁদের নামে চাঁদা দিতে থাকেন তাহলে এ সকল পরলোকগত ব্যক্তির নাম যেন দপ্তর আওয়াল বা দওম থেকে খারিজ না করা হয়, বরং এ সব ব্যক্তিকে যেন তাহ্‌রীকে-জদীদের চাঁদাদাতাদের তালিকাতে যথারীতি জীবিত বলে গণ্য করা হয়। হুজুর বলেন, আমি চাই যে, তাহ্‌রীকে-জদীদের দপ্তরে-আওয়াল ও দওম যেন কখনও শেষ না হয় বরং তাদের ধারাবাহিকতা কিয়ামতকাল অবধি জারি থাকে।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন, তাহ্‌রীকে-জদীদের সূত্রপাত থেকে আজ পর্যন্ত ৪৮ বছর অতিক্রান্ত হলো এবং আমরা এখন ৪৯তম সালে প্রবেশ করছি। কাদিয়ানে ১৯৩৪ইং সালে যখন হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ) সর্বপ্রথম তাহ্‌রীকে-জদীদের ঘোষণা করেছিলেন, তখন এমন দিন ছিল যখন আহ্‌রারের দাবীর আওয়াজে আকাশ-বাতাস গুঞ্জরিত হচ্ছিল যে তারা মিনারাতুল-মসীহ্‌র ইট খসিয়ে উহাকে ধূলিসাৎ করে ফেলবে, কাদিয়ানকে চুরমার করে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দেবে। হযরত

মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর নাম উচ্চারণকারী একটি লোকও বেঁচে থাকতে পারবে না। পরিমণ্ডলে তখন বড়ই আলোড়ন ও সংঘ বিরাজ করছিল। আহমদীদের হৃদয়ও উদ্বেল ছিল জোশ, উদ্যম ও উদ্দীপনা, এবং যত শক্তিতে জামাতকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল তত শক্তিতেই বলিয়ান হয়ে তারা উড্ডীয়মান হওয়ার জন্য প্রস্তুত ও উদ্যত ছিলেন এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ্র ডাকের জন্য অপেক্ষা রত ছিলেন—বক্ষে তাদের হৃদয় সজোরে স্পন্দিত হচ্ছিল, কখন সে ডাক আসবে এবং তারা তাতে সাড়া দিয়ে 'নাহ্নো আনসারুল্লাহ্' বলে অগ্রসর হবেন।

হুজুর বলেন, হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) তখন জামাতের দারীদ্র্য ও (দুর্বল) অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে ২৭ হাজার টাকার তাহ্রীক পেশ করলেন। আর এ প্রসঙ্গে এটাও ধারণা ছিল যে, তখন জামাতের আর্থিক অবস্থা যেহেতু চাঁদার কোন স্থায়ী ধরণের বোঝা বহণের উপযোগী নয়, কাজেই স্থায়ী তাহ্রীক যেন করা না হয়। সুতরাং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) শুরুতে তিন বৎসরের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু ঘোষণাতে এমনই একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে, বন্ধুরা মনে করলেন, এই তাহ্রীক এক বছরের জন্যই করা হয়েছে। সুতরাং তাঁরা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে চাঁদা লিখালেন। সেলসেলার কোন কোন ক্লার্ক—যাহাদের মাসিক মায়না ছিল মাত্র পনর টাকা তাঁরা তিন মাসের, আবার কেহ কেহ দু' মাসের বেতন লিখালেন। সেলসেলার কোন কোন বুজর্গ—যদিও তাঁরা জামাতি মর্যাদার দিক দিয়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি পার্থিব দিকদিয়ে তাঁদের বেতন সামান্যই ছিল। তাঁদের মধ্যে হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) ৩৫০ টাকা এবং কতক অন্যান্য বুজর্গ যেমন হযরত মওলানা আবুল আতা সাহেব (রঃ) ও হযরত মওলানা জালালুদ্দিন শম্স সাহেব (রঃ) ৫০ টাকা করে ওয়াদা লিখালেন। কিন্তু যখন সুস্পষ্টাকারে ইহা প্রতিভাত হলো যে, তাহ্রীক এক বছরের জন্য নয় বরং তিন বছরের জন্য করা হয়েছে, তখন একজনও বলেন নাই যে ভুল বোঝাবুঝিতে ওয়াদা বেশী লিখিয়ে ফেলেছিলাম, উহা কমিয়ে দেয়া হউক। স্বয়ং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বন্ধুদের এই ভুল বোঝাবুঝির প্রেক্ষিতে তাঁদের অনুমতি দিলেন, যেন তাঁরা নিজেদের ওয়াদা কম করে দেন। কিন্তু কেউ নিজের ওয়াদা কমালেন না, বরং পুরাপুরি আদায়ের তওফিক লাভের জন্য দোওয়ার দরখাস্ত অবশ্য করেছিলেন। বুজর্গ এবং আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলের সেই একই অবস্থা ছিল। জামাতের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোকই এ কোরবানীতে পিছিয়ে থাকেন নাই। ধনী ও দরিদ্র সকলই তাদের উচ্চ সাহসিকতা এবং তওফিক ও সামর্থ্য অনুযায়ী কোরবানী পেশ করেন। জোশ ও উদ্যমের অবস্থা ছিল এই যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) যখন ঘোষণা করতেন, তখন মানুষ দৌড়ে গিয়ে সবার আগে দপ্তরে পৌঁছে চাঁদা লিখাতে যত্নবান হতেন। তাদের মধ্যে দু'জন টমটম চালক মোহাম্মদ রমজান ও মোহাম্মদ বুটাও শামিল ছিলেন। উভয় দিন জীবিত ছিলেন, একটি বছরও পিছিয়ে থাকেন নাই। বরং 'সারেকুলান আওয়ালুন'-এর

মানোপযোগী মর্যাদাকে তাঁরা কায়েম রাখেন। মজুরদের অবস্থা ছিল এই যে, কয়েক আনা দৈনিক উপার্জনকারী মজুররা ৩০ টাকা করে ওয়াদা লিখালেন! একজন অত্যন্ত জীর্ন অবস্থা-সম্পন্ন গরীব বন্ধু ১০ টাকা ওয়াদা লিখালেন। আল্লাহতায়ালার ফজলও এরূপ অজস্র ধারায় বর্ষিত হয় যে তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। তাঁদের বংশধরদের রঙ-ঢং বদলে যায়। খোদাতায়ালা এরূপ ফজল করলেন যে, তাঁদের দেখে বোঝা যায় না যে, তাঁদের বুজুর্গরা (পূর্বপুরুষ) কত কষ্টে-সিষ্টে দিন গুজরান করেছেন! যে মজুর ৩০ টাকা চাঁদা লিখিয়ে ছিলেন, আজ তাঁর চাঁদা হলো বার্ষিক তিন হাজার পাঁচশত টাকা। যে মজুর ১০ টাকা লিখিয়েছিলেন, আজ তাঁর চাঁদা বার্ষিক ৫ হাজার টাকা। যে বাচ্চা ৫ টাকায় চাঁদা আরম্ভ করেছিল, বিগত বছর তার ওয়াদা ছিল ৫ হাজারের উর্ধে। সকল বয়স ও স্তর এবং সকল শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর অগাধ ফজলের দ্বারা অনুগৃহীত করেন। তাঁরা যেখানে রুহানী উচ্চমার্গ সমূহে উন্নতি লাভ করেন, সেখানে তাঁরা পার্থিব উন্নত অবস্থাবলীতেও কারও চাইতে পিছিয়ে থেক যান নাই। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা তাঁদের কুরবানীর এতই ফল ভোগ করেছেন যে, পরিতৃপ্তির মাত্রায় উপনীত হয়েছেন এবং খোদাতায়ালার ফজল এতই বিপুল যে, শেষই হতে চায় না।

হুজুর তাহরীকে-জদীদের বিভিন্ন দপ্তরের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'দপ্তরে-আওয়াল' ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত দশ বছর জারী থাকে। ১৯৩৪ সন থেকে যখন দপ্তরে-দওম' জারী হলো, তখন দপ্তরে-আওয়ালে' প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়ে গেল। এবং এ দপ্তরে যাঁরা শামিল ছিলেন তাঁদের অনেকে আল্লাহর ডাকে তাঁর সান্নিধ্যে চলে যান এবং এইরূপে কুরবানীকারীদের এদলটির সংখ্যা কম হতে থাকে, আজ তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'হাজার চাঁদাদাতা জীবিত আছেন। আমার বিবেচনায় এ সংখ্যা ঠিক নয়। এবং আমি দপ্তরকে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য বলে দিয়েছি।

একথাটির ব্যাখ্যা করে হুজুর বলেন, যে, দপ্তর শুধু জীবিত লোকদের সংখ্যা এবং তাঁদের চাঁদার পরিমাণের কথা জানিয়েছেন, যেখানে পরলোকগত এরূপ বহু লোক আছেন, যাঁদের ইন্তেকালের পর তাঁদের চাঁদা তাঁদের বংশধররা পরিশোধ করে যাচ্ছেন। এভাবে তাদেরকে এই ফেরেস্তি থেকে বের করার অধিকার কারও নাই। হুজুর (আইঃ) দৃষ্টান্তস্থলে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর ইন্তেকালের সময়ে তাহরীকে-জদীদে তাঁর চাঁদা ছিল বার হাজার টাকা। হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ) অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁর চাঁদা আদায় অব্যাহত থাকবে। সুতরাং এমনি ধারায় (তাঁর) সেই চাঁদা পরিশোধ হয়ে চলেছে বরং মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর কোন কোন পুত্র উক্ত চাঁদা ছাড়াও নিজ থেকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এর তরফ হতে আরও চাঁদা দিয়ে যাচ্ছেন।

হুজুর বলেন, এইরূপে 'দপ্তরে-আওয়াল'-কে নতুনভাবে বিন্যস্ত ও রূপায়িত করতে হবে। এবং আমার খাহেশ, 'দপ্তরে-আওয়াল' যেন কিয়ামতকাল অবধি জারী থাকে। যারা একবার

এতে শামিল হয়েছেন, তাঁদের সন্তানরা যেন তাঁদের নাম কায়েম রাখেন। হুজুর বলেন, আমি ভরপুর আশা রাখি যে, এ সকল বুজুর্গের সন্তান-সন্ততিরা তাঁদের কুরবানীকে (তথা উহার ধারাবাহিকতাকে) কখনও বিনষ্ট হতে দিবে না, এবং কখনও সেই সময় আসবে না যখন এ দপ্তরের (মুজাহেদীনের) সংখ্যা কম হয়ে যায়।

হুজুর আরও বলেন, 'দপ্তরে-দওম' (দ্বিতীয়) শুরু হয় ১৯৪৪ইং থেকে, এবং ১৭৬৫ইং পর্যন্ত জারী থাকে। এখন এর বয়স ৩৮ বছর হয়ে গিয়েছে। এ দপ্তর ২১ বছর ব্যাপী এতে অন্য কারও অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে জামাতের চাঁদাদাতাদেরকে নিজের আওতাভুক্ত করতে থাকে। ১৯৬৫ সনে এ দপ্তর বন্ধ হয়ে যায় এঅর্থে যে, এখন এতে আর অতিরিক্ত কেউ দাখিল হতে পারবে না, এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) 'দপ্তরে-সওম' (তৃতীয়) ঘোষণা করলেন। হুজুর বলেন, এই দপ্তরকেও আমার নসিহত এই যে, যাঁরা পরলোকগমন করেন তাঁদের নাম যেন কায়েম রাখা হয় এবং তাঁদের বংশধররা (তাঁদের পক্ষ থেকে চাঁদা অব্যাহত রেখে) তাঁদের নাম কায়েম রাখুক এবং মৃত্যুর পরও কার্যতঃ তাঁদের কর্মময় জীবন' অব্যাহত থাকুক।

হুজুর বলেন, ১৯৬৫ ইং সনে দপ্তরে সওম জারি হয়। এ পর্যন্ত এতে ২১ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল! কিন্তু উক্ত সময়ে যতজন এতে শামিল হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা খুব কম। তাদের সংখ্যা বড়জোর পাঁচ বাজার মাত্র। যেখানে আমাদের জামাতের সংখ্যা যে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে উহার প্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত এর চাঁদাদাতাদের সংখ্যা ৩০/৪০ হাজার হওয়া উচিত ছিল। এতে দপ্তরের কর্মকর্তাদেরও ভুল হতে পারে এবং আমাদেরও, কেননা আমরা জামাত হিসাবে নিজেদের সন্তান-সন্ততির ঠিক সেভাবে তরবিয়ত করি নাই যে তারা এতে শামিল হতে পারতো।

হুজুরে বলেন, বাচ্চাদের তরবিয়তের একটি উৎকৃষ্ট নীতি এই যে, শৈশবকাল থেকেই বাচ্চাদের চাঁদা দেওয়ার অভ্যাস করানো। তাদের হাতে অল্প অল্প পকেট-খরচ দিন এবং তারপর সেটা হতে তাদের কাছ থেকে চাঁদা নিন।

হুজুর বলেন, তাহরীকে জদীদের চাঁদা বৃদ্ধির ক্ষেত্র পাকিস্তানের তুলনায় পাকিস্তানের বাহিরে অধিকতর প্রশস্ত রয়েছে। বাহিরের দেশগুলির চাঁদা-এ-আম এবং চাঁদা-এ-অসিওত পাকিস্তানের তুলনায় দ্বিগুণ, কিন্তু তাহরীকে-জদীদের চাঁদা পাকিস্তানের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। হুজুর বলেন, মনে হয় যে তাহরীকে-জদীদের চাঁদার দিকে সহি ও সঠিক রূপে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করা হয় নাই। কোন কুরবানীকারী জামাতকে কুরবানীর কোন পথ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া একটা মস্ত ভুল। তাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করালেই তারা উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে এগিয়ে আসবে। যখন থেকে বহির্দেশের চাঁদা-এ-আম ও হিস্সা-এ-আমদ তাহরীকে-জদীদের মধ্যে গণ্য হতে আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকেই তাহরীকে-জদীদ ওয়ালারা এ পৃথক ও স্বতন্ত্র চাঁদাটি বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁরা

চাঁদা-এ-আম ও হিস্‌সা-এ-আমদ এর খাতে সংগৃহীত বিরাট পরিমাণ চাঁদাই দেখতে থাকেন এবং মনে করেন যে, আর চাঁদার দরকার কি? কিন্তু তাঁরা জামাতের সদস্য বৃন্দের অপরিমেয় এখলাস ও নিষ্ঠার প্রতি তাকান নাই এবং সেটাকে নষ্ট হতে দিয়েছেন। জামাতের এক বিরাট অংশকে কুরবানী থেকে বঞ্চিত করার কি হক তাহরীকে-জদীদের ছিল?

হুজুর বলেন, ভবিষ্যতের জন্য তাহরীকে-জদীদের 'ওকালাতে-মাল সানী' বহির্দেশে তাহ্‌রীকে-জদীদের চাঁদার ব্যাপারে ওকফ থাকবে। উহার উপর থেকে অতিরিক্ত ভার সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এবং এই বিভাগ যখন এদিকে পুর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করবে, তখন আমি আশা করি যে, না শুধু চাদা-এ-আম এবং হিস্‌সা-এ-আমদের আয় দেড় গুণ বরং দ্বিগুণ হয়ে যাবে বরং সামান্য দৃষ্টিদানেই তাহ্‌রীকে-জদীদের চাঁদা ৫০/৬০ লক্ষে উপনীত হবে। আর এমনি ধারায় অন্যান্য চাঁদাতেও সামঞ্জস ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে!

হুজুর বলেন, বাহিরের দেশগুলির কথা ছেড়ে দিন পাকিস্তানেও এই চাঁদা বৃদ্ধিলাভের অনেক সুযোগ আছে। হুজুর বলেন, আমি একাজ এখন লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র সোপর্দ করছি। এর পুর্বে দপ্তরে-আওয়াল আনসারুল্লাহ্‌র সোপর্দ ছিল এবং দপ্তরে-দওম খোদ্দামুল আহমদীয়ার সোপর্দ করা হয়ে ছিল, যারা খুবভাল কাজ করেছেন। এ দপ্তরে-সওমটি কোন যায়লী তানযীমের জিম্মায় ন্যাস্ত ছিল না। বোধ হয়, সেজন্য এতে কমি রয়ে গিয়েছে।

হুজুর বলেন, আমি আশা রাখি যে, লাজনা অত্যন্ত তেজির সহিত এদিকে মনোযোগী হবেন। লাজনার সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যখন তাঁরা কোন কাজ নিজ হাতে নেন তখন তাঁদের পুরাপুরি এই চেষ্টা থাকে যে, পুরুষদের যেন পিছনে ফেলে তাঁরা এগিয়ে যান এবং খোদাতায়ালার ফজলে 'ফস্‌তাবেকুল খাইরাত' (—'নেক কাজে প্রতিযোগিতা কর') সম্বলিত অতি সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য সামনে উদভাসিত হয়।

হুজুর দোওয়া করেন, আল্লাহতায়ালা যেন জামাত আহমদীয়াকে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ও চাহিদা ও তার পাশাপাশি সার্বক্ষনিক বর্দ্ধনশীল কুরবানী ও খেদমতের ময়দানে দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়ার তওফিক দান করেন। হুজুর বলেন, দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্ত থেকে আনসার, খোদ্দাম ও লাজনার প্রতি আহ্বান আসছে। আপনারা যদি জগতের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'লাব্বাইক' না বলেন, তাহলে জগৎ ব্যাপী অন্য আর একটি কোন এরূপ জামাত নাই যারা সাড় দিতে পারে। প্রথমতঃ অন্য আর কাকে আহ্বান জানান হচ্ছে না। যদি ডাকাও হয় তবে তাদের কাছে প্রেরণা সম্পন্ন সেই দেল্ নাই। এ শুধু মসীহ মওউদ (আঃ) এর জামাতকেই আল্লাহতায়ালা তওফিক দিচ্ছেন যারা সমগ্র জগতের তাগিদ ও চাহিদা পুরণ করতে পারে। দোওয়া করুন, আল্লাহ্ তায়ালা যেন ঐ যাবতীয় তাগিদ ও চাহিদা পুরনের তওফিক আপনাদিগকে দান করেন। আমীন। (দৈনিক আল-ফজল, ৮ই নভেম্বর ১৯৮২ ইং)

অনুবাদ—মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

আহমদী মুসলমান বাচ্চোঁ কে লিয়ে

পিয়ারে ইসলাম কি পিয়ারি বাতেঁ

আহমদী মুসলমান বালকদের জন্য

প্রিয় ইসলামের প্রিয় কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পাঠ

আমি আহমদী মুসলমান

১। আল্লাহতায়ালার প্রতি ভালবাসা

আল্লাহ (আমাদিগকে) সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন এবং রহম করেন। আমি আমার রবকে সকলের চেয়ে ভালবাসি এবং তাঁহারই ইবাদত করি।

২। রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা

আমি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সকলের চেয়ে বড় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল হিসাবে মান্য করি। আমরা তাঁহাকে খাতামান্নাবীঈন বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাঁহাকে ভালবাসি। আমরা বিশ্বাস করি যে, যে ব্যক্তি তাঁহার এতায়াত করে ও তাঁহাকে মহব্বত করে আল্লাহ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে বড় বড় পুরস্কার দেন।

৩। ইমাম মাহদী ও মসীহে মওউদ আলাইহেসসালাম

মুসলমানদের মধ্যে সর্বদা এমন নেক লোক হতে থাকেন যাদেরকে ভালবেসে আল্লাহ-তায়ালা কথা বলেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু ওয়ালাইহে ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন যে, আল্লাহতায়ালা ইসলামের খেদমতের জন্য ইমাম মাহদী ও মসীহে মওউদ আলাইহেস্‌সাল্লামকে প্রেরণ করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহতায়ালা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কে এই জামানায় ইমাম মাহদী এবং মসীহে মওউদ হিসাবে প্রেরণ করেছেন, তিনি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর খাদেম (সেবক) ছিলেন।

৪। হযরত ঈসা আলাইহেসসালাম

পবিত্র কুরআন ও আঁহাদীসে লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) অন্যান্য রসুলগণের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

[উপরোক্ত পাঠ্যক্রম সাপ্তাহিক তরবিয়তী ক্লাশে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক তিফলকে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সকল স্থানীয় মজলিসের মুরব্বী আতফাল/নাযেম আতফাল/কায়েদ অথবা অভিভাবক মহোদয়কে অনুরোধ জানান যাচ্ছে]

বাঃমঃখোঃআঃ এশায়াত বিভাগ।

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ষষ্ট বাৎসরিক ইজতেমা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

ঢাকা—২২শে নভেম্বর :—আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহের ষষ্ট বাৎসরিক দেশীয় ইজতেমা বিগত ১৯, ২০ ও ২১শে নভেম্বর '৮২ইং যথাক্রমে শুক্র শনি ও রবিবার ঢাকা দারুত তবলীগে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ

ইহাতে বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চল হইতে মোট ৩৪টি মজলিসের নোমায়েন্দা অংশগ্রহণ করেন এবং খোদ্দাম ও আতফাল সহ সর্বমোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২৫০ এর উপর। ইহার মধ্যে শুধু আনসারের সদস্য সংখ্যাই ছিল প্রায় ২০০শত।

তিন দিন ব্যাপী এই লিল্লাহী ও মহতী ইজতেমায় বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল দরসে কোরআন, দরসে হাদীস, দরসে মালফুজাত জিকরে এলাহী, নামাজ-তাহাজ্জুদ বাজামাত, তবলীগি ও তরবীয়তী বক্তৃতা, খেলাধূলা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

ইহা ছাড়াও বংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর মজলিসে শোরার অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে স্থানীয় জয়ীমে আলা, জেলা ও বিভাগীয় নাজেম, মুরুব্বী মোয়াল্লেম ও কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ইহাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ঈমানোদ্দীপক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় আমাদের প্রিয় ঈমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য পথ নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তী ভাষণ দান করেন মোহতরম নায়েবে আমীর আলহাজ আবদুস সামাদ খান সাহেব—যাহাতে তিনি আনসারদিগকে নিজেদের সর্বস্ব কোরবানীর মাধ্যমে ইসলাম ও আহমদীয়তের খেদমতে আগাইয়া আসার উদার আহ্বান জানান এবং নেজামে খেলাফতের সহিত নিজেদের ও ভবিষ্যত বংশধরদিগের দৃঢ় ও গভীর সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই বৎসর ইজতেমায় বিশেষ আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য দিক ছিল খেলাধুলা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা—যাহাতে আনসার সাহেবান খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণকারী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১) বক্তৃতা প্রতিযোগিতা : প্রথম :—হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেব, কটিয়াদি (ময়মনসিংহ) মজলিস, দ্বিতীয় :—মৌঃ মোস্তফা আলী, তৃতীয় :—নজীর আহমদ ভূঞা

২) ভলিবল : (দলীয় ভিত্তিক) প্রথম :—মোহাম্মদ সাদেক (দুর্গারামপুর) ও তাঁহার দল।

৩) বাডমিন্টন : প্রথম :—মৌঃ মকবুল আহমদ খান ও তাঁহার সঙ্গী

৪) উত্তম মজলিস (শহর) প্রথম— ঢাকা মজলিস দ্বিতীয় :—চট্রগ্রাম মজলিস

৫) ,, ,, (দেহাতী) : প্রথম :—চুয়াডাঙ্গা মজলিস দ্বিতীয় :—গাইবান্ধা

খাকসার—**শহীদুর রহমান**
চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নবগঠিত মজলিসে আমেলা
কার্যকাল ১৯৮২-৮৩ ইং

বাংলাদেশের সকল খোদ্দাম ও আতফালের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকাজীয়ার মোহতরম সদর সাহেবের সদয় অনুমোদন ক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিসে আমেলা (কার্যকরী পরিষদ) গঠিত হয়েছে :—

নবগঠিত মজলিসে আমেলা যাতে সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি :

১। জনাব মোঃ নাজমুল হক	নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ
২। ,, মোহাম্মদ আবদুল জলিল	ন্যাশনাল মোতামাদ (সাধারন সম্পাদক)
৩। ,, মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন	নাযেম মাল (অর্থ)
৪। ,, মোঃ নাজমুল হক	নাযেম তা'লীম ও তরবিয়ত (শিক্ষা)
৫। ,, তাসাদ্দক হোসেন	নাযেম ইশলাহ ও ইরশাদ এবং ইশায়ত (প্রচার সংশোধন ও প্রকাশনা)
৬। ,, ইসমত পাশা	নাযেম তাজনীদ (পরিসংখ্যান)
৭। ,, নিজামুল হক	নাযেম ওয়াকারে আমল (সেচ্ছাশ্রম)
৮। ,, ফরিদ আহমদ	নাযেম খেদমতে খালক (সৃষ্টির সেবা)
৯। ,, কাউসার আহমদ	নাযেম সেহেত ও জিসমানী (স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া)
১০। ,, আহমদ এনামুল করীর	নাযেম উমুমী (সাধারন)
১১। ,, অধ্যাপক আবদুল জব্বার	নাযেম সানায়াত ও তেজারত (শিল্প ও বাণিজ্য)
১২। ,, খন্দকার বেনজীর আহমদ	নাযেম উমুরে তুলাবা (ছাত্র বিষয়ক)
১৩। ,, আজহার উদ্দিন খন্দকার	নাযেম তাহরিকে জাদীদ
১৪। ,, মোঃ ফজলুর রহমান	মুহাসিব (নিরীক্ষক)

বিভাগীয় কায়েদগণ :

১। জনাব তাসাদ্দক হোসেন (ঢাকা)	ঢাকা বিভাগের মজলিস সমুহ
২। ,, নজির আহমদ (চট্টগ্রাম)	চট্টগ্রাম বিভাগের মজলিস সমুহ
৩। ,, অধ্যাপক রাজিব উদ্দিন আহমদ (বগুড়া)	রাজশাহী বিভাগের মজলিস সমুহ
৪। ,, আবদুল আজিজ (খুলনা)	খুলনা বিভাগের মজলিস সমুহ

জেলা কায়েদগণ :

১। জনাব আমিরুল হক (ঢাকা)	ঢাকা সিটির মজলিস সমুহ
২। ,, আবুল খায়ের (নারায়নগঞ্জ)	ঢাকা জেলার অবশিষ্ট মজলিস সমুহ এবং ফরিদপুর জেলা
৩। অধ্যাপক আমির হোসেন (ময়মনসিংহ)	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলার মজলিস সমুহ
৪। জনাব নঈম তাফভীজ (চট্টগ্রাম)	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মজলিস সমুহ
৫। ,, মোঃ আবদুল হাদী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)	কুমিল্লা, সিলেট জেলার মজলিস সমুহ
৬। ,, মোঃ আশরাফুল আলম (বগুড়া)	রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার মজলি সসমুহ
৭। ,, মোজাম্মেল হক (নীলফামারী)	রংপুর ও দিনাজপুর জেলার মজলিস সমুহ

৮। ,, মজিবুর রহমান (নাসেরাবাদ) খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার মজলিসসমুহ
৯। ,, আবদুল বারী (পটুয়াখালী) বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার মজলিসসমুহ

বাংলাদেশ মজলিসে আতফালুল আহমদীয়ার মজলিসে আমেলা

১। জনাব মইন উদ্দিন আহমদ সিরাজী নাযেম আতফাল
২। ,, মোখলেছুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারী (সাধারণ সম্পাদক)
৩। ,, মোঃ রেজাউল্লাহ সেক্রেটারী ফাইন্যান্স ও ওয়াকফে জাদীদ (অর্থ)
৪। ,, মোঃ আল-আমীন সেক্রেটারী তা'লীম ও তরবিয়ত (শিক্ষা)
৫। ,, মোঃ ইব্রাহিম খলিল সেক্রেটারী সেহেত ও জিসমানী (স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া)
৬। ,, আহমদ ও বায়তুস সাত্তার সেক্রেটারী ওয়াকারে আমল (স্বেচ্ছাশ্রম)

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ
ন্যাশনাল কায়েদ

তালীমুল কোরআন সম্পর্কিত জরুরী এলান।

বিগত জুলাই '৮২ মাসে সকল জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট সাহেবানগণের নিকট (লাজনাসহ) "তালিমুল কোরআন পরিকল্পা এবং উহা বাস্তবায়নের রূপরেখা" নামক একখানা সার্কুলার এই অনুরোধ সহকারে দেওয়া হইয়াছিল যে, সকল জামাত (যেখানে সম্ভব) তাহাদের নিজ নিজ সেক্রেটারী তালীমুল কোরআন নিযুক্ত করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রে (ঢাকায়) প্রেরণ করিবেন এবং ইহাও অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, সকল প্রেসিডেন্ট সাহেবান তাহাদের জামাতের এই মর্মে জরীপ করিবেন যে কতজন কোরআন শরীফ নাযরাহ পাঠ করিতে জানেন, কতজন জানেন না এবং যাহারা কোরআন নাজেরা পাঠ করিতে জানেন না, তাহাদিগকে শিখানোর জন্য ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু আজ প্রায় দীর্ঘ চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও চারটি জামাত ছাড়া কাহারও নিকট হইতে এই ব্যাপারে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

তাই সকল জামাতের আমীর প্রেসিডেন্ট সাহেবানগণকে পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তা'লীমুল কোরআন সম্পর্কে তাহাদের রিপোর্ট নিম্নলিখিত প্রশ্নানুসারে আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, আতফাল ও নাসেরাত উল্লেখপূর্বক ঢাকায় পাঠাইবেন :

১। জামাতের সদস্যের সংখ্যা :
২। কতজন কোরআন নাযেরা পড়িতে জানেন :
৩। কতজন জানেন না :
৩। যাহারা পড়িতে জানেন না তাহাদের ব্যাপার কি ব্যবস্থা নেওয়া হইল :
৫। উক্ত ব্যবস্থার ফলাফল কি :
৬। কোন তা'লীমুল কোরআন সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে কি না ? হইয়া থাকিলে তাহার নাম লিখুন :

যে সকল জামাত এখনো তা'লীমুল কোরআন শিক্ষার ব্যাপের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই, সেই সমস্ত জামাতে অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট সাহেবগণ তাহার নিজ নিগরানীতে উহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহার অগ্রগতির রিপোর্ট কেন্দ্রে (ঢাকায়) পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হইবেন।

খাকসার—**মাজহারুল হক**
সেক্রেটারী তা'লীমুল কোরআন, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

আনসারুল্লাহ্ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ডিসেম্বর মাসে মজলিসের মালী সাল শেষ হইতে যাইতেছে। অতএব, সকল জয়ীমেআলা সাহেবানকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাহারা যেন উপরোক্ত সময়ের মধ্যে স্ব স্ব মজলিসের চাঁদা আদায় করতঃ অত্র অফিসে পাঠাইয়া আল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজল ও রহমতের উত্তরাধিকারী হন। বাজেট অনুযায়ী পূর্ণ আদায়কারী মজলিসের নাম দোওয়ার জন্যে মরকজে পাঠান হইবে।

শহীদুর রহমান
নায়েব নাজেমে আলা
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ, ঢাকা।

আনসারুল্লাহর জ্ঞাতব্য

১) বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্-এর সকল ডিভিশনাল নাযেম, ডিস্ট্রিক্ট নাযেম ও জয়ীমে-আলার এই বিষয়ের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, জামাতের সকল সদস্যের মধ্যে কোরআন শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করার প্রধান দায়িত্ব মজলিসে আনসারুল্লার উপর অর্পন করা হইয়াছে।

অতএব, তাঁহারা এই গুরু দায়িত্বটিতে যথাযথ ভাবে পালন করিবার জন্য এবং হুজুরে আকদাস হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর প্রণীত তাহ্রীককে কামিয়াব করিবার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা অব্যহত রাখিবার অনুরোধ করা যাইতেছে।

২) আরও জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ, মার্কযের নির্দেশ-ক্রমে আনসারদের জন্য সুরাতুল ফাতেহা ও সুরাতুল জুমআ সহকারে কুরআন শরীফের শেষ দশটি সুরা বাংলা অনুবাদ সহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছে। (আলহামদুলিল্লাহ!) ইহা আনসা-রুল্লাহর জন্য ১৯৮২ সালের জন্য পাঠ্য হইবে। এবং সকল আনসার ভাই এই বারোটি সুরা অর্থ সহকারে মুখস্থ করিবেন যাহাতে তাহারা নামাজ সুরার অর্থ বুঝিয়া আদায় করিতে পারেন। ইহা হইতে শুধু আনসারুল্লাই নয়, জামাতের অন্য সকল সদস্য ও সদস্যাগণও ফায়দা হাসিল করিতে পারিবেন।

মাজহারুল হক
মোতামাদ,
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

কৃতি ছাত্র

আল্লাহ্তা'য়ালার ফজলে, আবহুল্লা-আল-মামুন এবারে রাজশাহী কেডেট কলেজ হইতে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করিয়াছে।

সে ফৌজদারহাট কেডেট কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর জনাব মোহাম্মাদ হাবিবুল্লাহ সাহেবের ১ম পুত্র এবং ধনকুড়া নিবাসী অবসর প্রাপ্ত হেড মাষ্টার জনাব মোহাম্মদ জোনাবআলী সাহেবের দৌহিত্র।

বন্ধুগণের নিকট তাহার দ্বিনী, দুনিয়াবী উন্নতির জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar